ইমাম মাহ্দীর (আঃ) কিয়াম ও তাঁর সঙ্গী-সাথীগণ ঃ

যে সকল রেওয়ায়েতে আমাদের পবিত্র ইমামগণ (আঃ) ইমাম মাহ্দীর (আঃ) ক্বিয়ামের ব্যাপারে কথা করেছেন তা থেকে এমনই বুঝা যায় ঃ

তিনি দীর্ঘমেয়াদী অদৃশ্যে থাকার পর আল্লাহ্ তা'য়ালর নির্দেশে মক্কায় ক'াবা ঘরের পাশে (রোকন বা মাকাম এর মধ্যবর্তীস্থানে) আবির্ভূত হবেন। নবী (সাঃ)-এর পতাকা, তলোয়ার, পাগড়ী ও আলখেল্লা তাঁর কাছে থাকবে এবং ফেরেস্তাদের মাধ্যমে সাহায্য প্রাপ্ত হবেন। অত্যন্ত রাগান্বিত অবস্থায় ক্বিয়াম করবেন। আল্লাহ্ ও ইসলামের শত্রুদেরকে কোন প্রকার নিরাপত্তা দেয়া ছাড়াই কতল এবং অত্যাচারিদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন।

তার বিশেষ সঙ্গি-সাথীগণের সংখ্যা হচ্ছে তিনশত তের জন। যারা মক্কায় তার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করবেন। ইমাম কিছু সময় মক্কায় থাকবেন এবং তারপর মদীনায় আসবেন। তার সঙ্গি-সাথীগণ হচ্ছে বিশিষ্ট যোদ্ধা, সাহসী, ঈমানদার, রাতে আল্লাহ্র ভয়ে কাতর, দিনে সিংহের মত গর্জন করে, তাদের অন্তরসমূহ লোহার মত মজবুত, ইমামকে মেনে চলার ব্যাপারে যাদের কোন ক্রটি নেই এবং যে দিকেই পাঠানো হয় বিজয়ী হয়ে ফিরে আসে।

ইমাম মদীনায় কিছু সংগ্রাম করার পর নিজের সৈন্য বাহিনী নিয়ে ইরাক ও কুফার দিকে অগ্রসর হবেন। কুফাতে সাইয়্যেদ হাসানীর সাথে দেখা হবে। সাইয়্যেদ হাসানী তার বিশাল সৈন্য বাহিনী নিয়ে ইমামের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করবে। ঈসা (আঃ) আসমান থেকে নেমে আসবেন এবং ইমামকে সাহায্য করবেন ও তাঁর পিছনে নামায পড়বেন।

ইমামের শাসনকার্যের মুল কেন্দ্র হবে কুফাতে। তিনি পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত এই বিস্তীর্ণভূমিকে নিজের আওতায় নিয়ে আসবেন। ইসলামের আইন-কানুনকেই সমস্ত জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করবেন। দ্বীনকে নতুন রূপ দান করবেন এবং ইসলামের চেহারাতে যে সব ধুলা মাটি পড়েছিল তা পরিস্কার করে নতুন দ্বীপ্তি আনবেন। আল্লাহ্র কিতাব (কোরআন) ও নবী (সাঃ)-এর সুন্নতকে অনুসরণ করে চলবেন। আমিরুল মু'মিনিন আলী (আঃ)-এর মতই তার খাবার হবে সাদাসিধা এবং পোশাক-আশাক হবে অমসৃন বা কোচকানো।

ইমামের শাসনামলের বরকতে জমিতে ফসল হবে প্রচুর পরিমানে, মানুষ হবে অর্থ-বিত্তশালী, নে'য়ামত আসবে সব কাজে, ফল-ফলাদী হবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত। দারিদ্রতার হবে অবসান, সবাই অর্থনৈতিকভাবে এমন সুখ-শান্তিতে থাকবে যে যাকাত দেয়ার জন্য কোন অভাবীকে খুজে পাওয়া যাবে না। যার কাছেই দিতে যাবে সেই ফিরিয়ে দিবে। ইমামকে ভালবেসে প্রচুর পরিমান মু'মিনিন ও অনুসারী তাঁর প্রতিবেশী হিসাবে কুফায় বসবাস গড়ে তুলবে। ইমামের পিছনে নামাজ পড়ার জন্য সবাই এত ভিড় করবে যে পরবর্তীতে নামাজীদের জায়গা হওয়ার জন্য একটি মসজিদ তৈরী করা হবে। মসজিদটি এতই বড় হবে যার একহাজারটি দরজা থাকবে।

ইমামের শাসনামলে ন্যায়-নীতি ও নিরাপত্তা এত পরিমাণে থাকবে যে, সমস্ত জায়গায় শান্তির ছায়া ছড়িয়ে পড়বে। এমনটাই যে, যদি কোন বৃদ্ধ মহিলা তার সর্ব শরীরে স্বর্ণ অলংকার পরে একাকী এ শহর থেকে ও শহরে ঘুরে বেড়ায় তারপরও কেউ তাকে অত্যাচার করবে না বা তার সম্পদে কেউ হাত দিবে না।

জমিন তার নিজের মধ্যে যা কিছু অর্থ সম্পদ লুকায়িত বা দাফনকৃত আছে তা ইমামের জন্য বের করে দিবে। তিনি সকল অত্যাচারিত বিধ্বস্তদেরকে পূনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনবেন। যখন তিনি ক্বিয়াম করবেন তখন আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামিন তার অনুসারীদের দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তিকে

আরও প্রখর করে দিবেন যাতে করে ইমামের ও তাদের মধ্যে কোন প্রকার অন্তরায় না থাকে। তিনি তাদের সাথে কথা বলবেন এবং তারা তার কথাকে শুনতে পাবে। তারা তার প্রতি চেয়ে থাকবে যখন কিনা ইমাম তার প্রকৃত স্থানে অবস্থান করবে। আবির্ভূত হওয়ার সময় আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামিন তার বান্দাদের উপর দয়া ও রহমতের পরশ বুলিয়ে দিবেন এবং তাদের আক্বলগুলিকে পরিপূর্ণ করে দিবেন। ইমাম মাহ্দী হযরত দাউদ (আঃ)-এর উম্মতের ও হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ)-এর উম্মতের মধ্যে বিচার করবেন। যা কিছু নবী আকরাম (সাঃ) করে গেছেন তিনি তাই করবেন। যেভাবে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) জাহেলি যুগের বেদয়াত প্রথাকে সমাজ থেকে ঝেড়ে মুছে সাফ করে দিতেন, তিনিও তেমনিভাবে ইসলামী সমাজকে সেগুলো থেকে বাচিয়ে নতুন জীবন দান করবেন [১]।

[১] বিহারুল আনোয়ার, খন্ড- ৫২, পৃঃ- ২৭৯, ২৮৩, ৩০৫-৩০৭, ৩১০, ৩১১, ৩৪০, ৩৪৬, ৩৫২, ৩৫৪, ৩৬০, ৩৬১, ৩৬৪, ৩৬৭, ৩৬৮, ৩৭৮, ও খন্ড- ৫৩, পৃঃ- ১২, আকমালুদ দ্বীন, খন্ড- ২, পৃঃ- ৩৬৭, ৩৬৮, কাশফুল গ্বাম্ম, খন্ড- ৩, পৃঃ- ৩৬০-৩৬৩, ৩৬৫, এরশাদ -শেখ মুফিদ, পৃঃ- ৩৪১-৩৪৪, গাইবাতে নে'মানী, পৃঃ- ২৩১, ২৩৩, ২৩৪, ২৩৮, ২৪৩, ২৮১-২৮২, গাইবাত -শেখ তুসি, পৃঃ- ২৮০-২৮৬, মুনতাখাবুল আছার, পৃঃ- ৪৮২।